

কলকাতা হাইকোর্ট
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

মহামান্য বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ

২০২২-এর ডব্লিউ. পি. এ. ২৮১২১

সঙ্গে

২০২৩-এর ১ নং ক্যান

হাসিবুর রহমান সর্দার

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য	:	বরিশত উকিল, শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জী উকিল, শ্রী অমিত কুমার পান, উকিল, সৈয়দ জুলফিকার আলী উকিল, শ্রী শুভ্রজ্যোতি মুখার্জী
১১ নং উত্তরদাতার জন্য	:	উকিল, শ্রী শপ্তংসু বসু উকিল, শ্রী অরিন্দম গুহ, উকিল, শ্রী জয়ন্ত সেনগুপ্ত, উকিল, শ্রীমতী অর্পিতা দে
কে. এম. ডি. এ-র জন্য	:	উকিল, শ্রী কিশোর দত্ত, উকিল, শ্রী সত্যজিৎ তালুকদার, উকিল, শ্রী পিউ কর্মকার
রাজ্যের জন্য	:	উকিল, শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত,
উত্তরদাতার পক্ষে নং. ১৩-১৫	:	উকিল, শ্রীমতী বিশালক্ষ্মী ঘোষ
শুনানি শেষ হয়েছে	:	১৩.০৯.২০২৩
তারিখ	:	০১.১২.২০২৩

বিচারপতি, শুভ্রা ঘোষ

১. আবেদনকারী হাওড়ার কালেক্টর কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন, যেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩.৫ শতাংশ, জমি দাগ নং ৮৪৫, জমি দাগ নং ৮৪৬ এবং জমি দাগ নং ৮৪৭,

খতিয়ান নং ১৭৮, মৌজা - পাকুরিয়া, জে.এল. নং ৫৪, সালাপ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থানা - ডোমজুর, জেলা - হাওড়া আবেদনকারীর পক্ষে।

২. আবেদনকারীর যুক্তি নিম্নরূপ:-

১৯৮৮ সালে সম্পাদিত নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে ক্রয়ের মাধ্যমে প্রফর্মার উত্তরদাতারা প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলির মালিকানা এবং দখল অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) আইনের অধীনে পশ্চিম হাওড়া এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রশ্নবিদ্ধ প্লট সহ একটি বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের এল.এ. মামলা নং ২৭/১/এসি/১১ সিএমডিএ এবং ৬ই আগস্ট, ১৯৯৮ তারিখে দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (যা বর্তমানে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নামে পরিচিত) কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ শহর ও দেশ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৭৯ এর ধারা ৩৬(১) এর বিধান অনুসারে কেএমডিএ কর্তৃক প্রস্তুত হাওড়ার পশ্চিম অংশের জন্য রূপরেখা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রফর্মার উত্তরদাতারা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, যার মধ্যে সি.ও. ১৯৯৪ সালের ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) নং, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে অধিগ্রহণের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখে জারি করা এক আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত রিট আবেদনটি একটি পর্যবেক্ষণ সহ মঞ্জুর করে, যেহেতু এমন কোনও উপাদান ছিল না যা প্রমাণ করে যে প্রশ্নবিদ্ধ জমি অধিগ্রহণের জন্য কোনও আদেশ ছিল বা রিট আবেদনকারীদের উপর এটি জারি করা হয়েছিল, তাই বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই দখল নেওয়া হলে তা বাতিল করা উচিত। আদালত আরও লিপিবদ্ধ করে যে

উপরোক্ত আদেশ বিবাদী কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নবিদ্ধ জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে আইনের বিধান অনুসারে পদক্ষেপ নিতে বাধা দেবে না।

৩. ১৯৪৮ সালের আইন সংশোধনের মাধ্যমে, আইনের কার্যকারিতা ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং ১৯৯৪ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ৩ অনুসারে, ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৩ এর অধীনে ক্ষমতা ১লা এপ্রিল, ১৯৯৪ থেকে বাতিল করা হয়েছিল। আদালতের আদেশ অনুসারে, ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে নতুন করে মামলা শুরু করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

৪. ১৯৮৮ সালের ৩০৭১ সালের ডব্লিউ.পি. নং রাম চন্দ্র জয়সওয়াল কর্তৃক দায়ের করা একটি রিট পিটিশনে, যার জমিও একই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে জারি করা একটি আদেশের মাধ্যমে রাজ্যের বিবাদীদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, রাজ্য কর্তৃক আপিলের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ কার্যকর করা হয়নি। প্রোফর্মা বিবাদীরা আদালতের আদেশ অনুসারে প্রশ্নবিদ্ধ জমির বিষয়ে মুক্তি/অধিগ্রহণের একটি আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করার জন্য কেএমডিএ এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দাখিল করে। সিএমডিএ-এর উপসচিব (এল.এ) ২রা মার্চ, ২০০১ তারিখের একটি স্মারকলিপিতে, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাকে পশ্চিম হাওড়া অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের সমস্ত জমি অধিগ্রহণ/পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং উক্ত জমির মালিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করেন।

৫. আবেদনকারী ১লা এপ্রিল, ২০২২ তারিখে সম্পাদিত ৩টি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে প্রোফরমা বিবাদীদের কাছ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি কিনেছিলেন এবং উক্ত প্লটগুলি দখল করার পর, ৩১শে মে, ২০২২ তারিখে জারি করা একটি চিঠির মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের প্রধান সচিবকে অনুরোধ করেছিলেন যে জমিটি তার অনুকূলে অধিগ্রহণ বাতিলের আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা হোক। ৩০শে আগস্ট, ২০২২ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা কর্তৃক কেএমডিএ-এর সিইও-কে জারি করা একটি ফলো-আপ চিঠিতে, রাজ্য কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে যে আদালতের আদেশ অনুসারে মামলার জমিটি রিট আবেদনকারীর অনুকূলে ছেড়ে দিতে হবে।

৬. ২০২২ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি প্রাইভেট লিমিটেডের (সংক্ষেপে ১১তম বিবাদী) কিছু কর্মকর্তা/এজেন্ট সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি দখলের চেষ্টা করলে, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪(২) ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন এবং স্থানীয় তদন্তের মাধ্যমে ডোমজুর থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক দাখিল করা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কেএমডিএ প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি অধিগ্রহণ করেছে এবং কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি প্রাইভেট লিমিটেডকে ৯৯ বছরের জন্য জমির ইজারা দিয়েছে।

৭. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এই আদালতের রিকুইজিশন বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য বিবাদীরা কেএমডিএ-এর অনুকূলে জমিটি দখল করতে পারতেন না এবং ১১তম বিবাদীর অনুকূলে কেএমডিএ কর্তৃক সম্পাদিত ইজারা শুরু থেকেই বাতিল। ১১তম বিবাদী, এখানে ১২তম বিবাদী, কোনা লজিস্টিক পার্ক প্রাইভেট লিমিটেডের অনুকূলে জমির উপ ইজারা মঞ্জুর করেছেন, যাও অবৈধ।

৮. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জানিয়েছেন যে, ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে জারি করা একটি চিঠির মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আবেদনকারীকে অবহিত করেন যে জমিটি পরবর্তীতে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং ২০০৪ সালে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। জমির মালিককে খুঁজে পাওয়া না যাওয়ায় ২০০৬ সালে জেলা আদালতে রায় জমা দেওয়া হয়েছিল এবং অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এল.এ. কালেক্টর আবেদনকারীকে জমিটি ফেরত দেওয়ার জন্য দখলে ছিলেন না এবং বর্তমান মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যিনি পূর্ববর্তী মালিক/রায়প্রাপ্তদের জুতায় পা রেখেছিলেন। এছাড়াও, যদি জমিটি এখনও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হয় এবং মূলত গ্রামীণ এলাকার কৃষিজমি হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় বিভাগ প্লটগুলিকে উদ্ভূত জমি হিসাবে বিবেচনা করতে পারে এবং এল.এ. ম্যানুয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে মূল মালিককে তা ফিরিয়ে দিতে পারে।

৯. রাজ্য জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অপরিশোধিত বিধানের অধীনে আরও কার্যধারা শুরু করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই আদালত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ ২০০৪-এর ডব্লিউ. পি. নং ৬৫৪-এ (মেসার্স রুস্ফটা এজেন্সিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০০৯-এর এ. পি. ও নং ৬৬-এ রিপোর্ট করেছে) একটি রায় দিয়ে এই কার্যধারাটিও বাতিল করে দেয়। এই রায়টি এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি পিটিশন খারিজ করা হয়েছিল। এই আদালত রায় দিয়েছিল যে ধারা ৯ (৩) এবং ৯ (৪)-এর অপরিশোধিত বিধানগুলি বাতিল করা হয়েছে ধারা ৪ এবং ধারা ৬ আইনের পূর্ব সম্মতি ছাড়া ১৮৯৪ সালের আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

রুংটা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে, রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাদের দাখিল করা হলফনামায় স্বীকার করেছে যে ১৯৮৪-৮৫ সালের এল.এ. মামলা নং ২৭/১/এসিটি-১১/সিএমডিএ মৌজা পাকুরিয়ার সাথে সম্পর্কিত যেখানে বর্তমান রিট আবেদনে প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি অবস্থিত। ১৯৯৪ সালের সি.ও. নং ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) -এ প্রদত্ত আদেশটি ১৯৮৪-৮৫ সালের এল.এ. মামলার সাথেও সম্পর্কিত। ১৮৯৪ সালের আইনের অপরিবর্তিত ধারা ৯(৩) এবং ৯(৪) এর অধীনে পরবর্তী নোটিশ জারির পরিপ্রেক্ষিতে মূল বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে এই আদালত উক্ত প্রচেষ্টাটিও বাতিল করে দেয়।

১০. যেহেতু আবেদনকারী এই আদালত দুটি পৃথক আদেশের মাধ্যমে উভয় অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করার পর ফ্রিহোল্ড জমি কিনেছিলেন, তাই তাকে ভেস্ট-পরবর্তী ক্রেতা বলা যাবে না এবং অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার প্রশ্নই ওঠে না। বিবাদীরা আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি মৌজা-সালাপের সাথে সম্পর্কিত এবং পাকুরিয়া মৌজার অধীনে নয়, যেমনটি সিএমডিএ-এর ভূমি অধিগ্রহণের উপ-সচিব কর্তৃক জারি করা ২রা মার্চ, ২০০১ তারিখের চিঠি থেকে দেখা যায়। কিন্তু চিঠির অন্য অংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি মৌজা পাকুরিয়ায় অবস্থিত।

১১. বিজ্ঞ আইনজীবী কামরূপের কালেক্টর এবং অন্যান্য বনাম কামাখ্যা রাম বড়ুয়া এবং অন্যান্য বনাম এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৩০১ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম সবিতা মণ্ডল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম সাবিত্রী দেবী (মৃত) বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম নুর ইসলাম বনাম সমীর কুমার দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করেছেন, ২০১১ সালে তার যুক্তির সমর্থনে (৩) সিএইচএন (সিএএল) ৫৫৫ রিপোর্ট করেছেন।

১২. রাজ্য বিবাদীদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ১৯৪৮ সালের আইনের ধারা ৩ এবং ৪ (১ক) এর অধীনে বিবাদীরা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর নোটিশ জারি করেছিলেন এবং আবেদনকারী কর্তৃক জমি কেনার অনেক আগেই প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল, তাই আবেদনকারী একজন ভেস্টিং-পরবর্তী হস্তান্তরকারী হওয়ায় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার তার নেই। প্লটগুলি ৮৬-৮৭ সালের এল.এ. মামলা নং ২৯/১(এসইটি-১১) অনুসারে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের এল.এ. মামলা নং ২৭/১/এসই/১১ সিএমডিএ-এর সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৮৯৪ সালের আইনের ধারা ৯(৩) এবং ৯(৪) এর অধীনে নোটিশ কালেক্টর দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং আইনের ধারা ১১ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট পুরস্কারপ্রাপ্তদের পক্ষে রায় ঘোষণা করা হয়েছিল। রায়ের অর্থ হাওড়ার কালেক্টরের পি.এল. অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে। সেই অনুযায়ী ন্যস্তকরণের কার্যধারা সম্পন্ন হওয়ার পর, আবেদনকারী কেবলমাত্র প্লটের ক্ষেত্রে তার স্বত্ব প্রমাণ করার পরেই ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন।

১৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৩ নভেম্বর, ২০০৪ তারিখের কনভেন্স ডিডের মাধ্যমে কেএমডিএ-এর অনুকূলে প্লটগুলি হস্তান্তর করে, যা ২০১২ সালে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটিকে কিছু প্লট লিজ দেয়। ১৯৯৪ সালের সি.ও. নং ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) সংক্রান্ত রিট আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ভিত্তিতে, রাজ্যের বিবাদীরা ১৮৯৪ সালের আইন-২ এর বিধান প্রয়োগ করে নতুন করে এই অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং পুরস্কার ঘোষণার পর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। জমির দখল কেএমডিএ-র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং জমি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী মালিক/প্রোফর্মা বিবাদীরা কেবল অনুপ্রবেশকারী ছিলেন। অতএব, জমির অধিগ্রহণ বাতিলের প্রশ্নটি

উদ্ভব হয় না। ১৯৯৪ সালের সি.ও. ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) এ প্রদত্ত আদেশ রেকর্ডের পরিপন্থী এবং বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, এই আদালতের এটি পর্যালোচনা করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও, আবেদনকারীদের উক্ত বিষয়ে পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। রুংটা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডে, প্লট নম্বরগুলি বর্তমান মামলার থেকে আলাদা।

১৪. কেএমডিএ-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শুরুতেই দাখিল করেছেন যে রিট পিটিশন দাখিল করতে অত্যধিক বিলম্বের কারণ আবেদনকারী ব্যাখ্যা করেননি। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। যোগ্যতার ভিত্তিতে, বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে পূর্ববর্তী আদেশটি একটি ভিন্ন এল.এ. মামলার সাথে সম্পর্কিত এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের এল.এ. মামলার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আবেদনকারী একজন ভেস্টিং-পরবর্তী হস্তান্তরকারী এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈধতা বা বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার তার নেই কারণ জমিটি আবেদনকারী কর্তৃক কেনার অনেক আগেই রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কেএমডিএ রাজ্যের বিবাদীদের পক্ষে দাখিল করা দাবীর পুনরাবৃত্তি করেছে এবং দাখিল করেছে যে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে ১২৮টি প্লটের ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণার পর, ৩১১ জন পুরস্কারপ্রাপ্তের মধ্যে ১২৯ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হাওড়ার এল.এ. ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে।

১৫. আবেদনকারীর অভিযুক্ত বিক্রেতার ২০০৩ সালের W.P. No. 20128 (W) নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, যা বর্তমান রিট পিটিশনে জড়িত প্লটগুলিকে L.A. মামলা নং ২৭ এর সাথে সম্পর্কিত রিকুইজিশন থেকে মুক্ত করার জন্য এই আদালতে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু তাদের পক্ষে কোনও আদেশ পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। উক্ত রিট পিটিশনটি শেষ পর্যন্ত ২৬শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে খেলাপির জন্য খারিজ করা হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করা হয়নি।

১৬. বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তির সমর্থনে বৃহত্তর বম্বে পৌর কর্পোরেশন বনাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করেছেন যারা (১৯৯৬) ১১ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৫০১, ওড়িশা রাজ্য বনাম ধোবেই শেঠি এবং আরেকজন (১৯৯৫) ৫ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৫৮৩, স্টার ওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা (১৯৯৬) ১১ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৬৯৮, দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম দামিনী ওয়াধওয়া এবং অন্যান্যরা (২০২২) ১০ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৫১৯ এবং শিব কুমার এবং আরেকজন বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ১০ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ২২৯ মামলায় রিপোর্ট করেছেন।

১৭. অন্যান্য বিবাদীদের যুক্তি সমর্থন করে, ১১তম বিবাদী দাখিল করেছেন যে রিট পিটিশনটি প্রমাণ করে যে আবেদনকারী মৌজা সালাপে জমি অধিগ্রহণ বাতিল করার দাবি করেছেন যেখানে মৌজা পাকুরিয়ার জমি কেএমডিএ কর্তৃক এই বিবাদীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। প্রোফর্মা বিবাদীরা মৌজা সালাপে প্লট নং ৮৪৫, ৮৪৬ এবং ৮৪৭ এর ক্ষেত্রে কথিত মালিক/আগ্রহী পক্ষ ছিলেন, মৌজা পাকুরিয়ার বিষয় প্লটের ক্ষেত্রে নয়। প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি এল.এ. মামলা নং ২৯ অনুসারে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর জন্য বিজ্ঞপ্তি ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখে কলকাতা গেজেট নং ৯২৫২/এল.এ. (II)/আইজি-২৯/৮৯-এ প্রকাশিত হয়েছিল। যদি আদৌ হয়, তবে সরকার মৌজা পাকুরিয়ার নয়, মৌজা সালাপে প্লটগুলির ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। জমিটি এই বিবাদী দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে যিনি জমি ফেরত দেওয়ার অবস্থানে নেই। সর্বোত্তমভাবে, উক্ত প্লটগুলির ক্ষেত্রে নতুন করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

১৮. আমি পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধ, রেকর্ডে থাকা উপাদান এবং প্রাসঙ্গিক আইন বিবেচনা করেছি।

১৯. নথিভুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী রিট পিটিশনটি ১৯৯৪ সালের সি.ও. নং ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) হিসেবে পূর্বসূরী কর্তৃক দায়ের করা হয়েছিল, কারণ আবেদনকারী বর্তমান রিট পিটিশনে ১৯৮৪-৮৫ সালের এল.এ. মামলা নং ২৭/১/এসই/২ সিএমডিএ-তে রিকুইজিশন নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রোফর্মা বিবাদী ছিলেন। বর্তমান রিট পিটিশনে জড়িত ৮৪৫, ৮৪৬ এবং ৮৪৭ সহ মৌজা পাকুরিয়ার বেশ কিছু জমি পূর্ববর্তী রিট পিটিশনের বিষয়বস্তু ছিল। ১৯৯৭ সালের ২৯শে এপ্রিল উক্ত রিট পিটিশনে জারি করা এক আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করে এবং আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়াই বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত দখল, যদি থাকে, বাতিল করে। অতএব, বিজ্ঞ আদালত বিবাদী কর্তৃপক্ষকে নতুন করে প্রশ্নবিদ্ধ জমি অধিগ্রহণের জন্য আইন অনুসারে এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে রিকুইজিশনটি বাতিল/বাতিল করে। উক্ত আদেশটি এখনও অপ্রতিরোধ্য এবং আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

২০. ৩০শে আগস্ট, ২০২২ তারিখে কেএমডিএ-কে জারি করা একটি চিঠিতে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা, হাওড়া, সিএমডিএ কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক প্লটগুলির অধিগ্রহণ বাতিলের বিষয়ে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও, কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে কেএমডিএ কর্তৃক ইজারা দলিল সম্পাদন সম্পর্কে তথ্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিতে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের আদেশের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আদালত কর্তৃক অধিগ্রহণ বাতিল করা সত্ত্বেও, কেএমডিএ বিষয়ভিত্তিক প্লটগুলি কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি প্রাইভেট লিমিটেডকে লিজ দিয়েছিল। সিএমডিএ-এর বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপ-সচিব (এল.এ.) কর্তৃক জারি করা একটি চিঠি

হাওড়া ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট, হাওড়া, অন্যান্য প্লটসহ সংশ্লিষ্ট প্লটগুলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য রেকর্ড করেছে যে, ৮৪৫, ৮৪৬ এবং ৮৪৭ নম্বর প্লটের মালিকরা সংশ্লিষ্ট প্লটগুলো দখল/পরিত্যাগের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন না। যদিও চিঠিতে বলা হয়েছে যে ৮৪৫ থেকে ৮৪৭ নম্বর প্লটগুলো সালাপে অবস্থিত, চিঠির বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে যে পশ্চিম হাওড়া এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে জমি ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি খালিয়া, তেঁতুলকুলি এবং পাকুরিয়া মৌজা সম্পর্কিত। অতএব, এটি নিরাপদে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সালাপে শব্দটি লেখা একটি টাইপোগ্রাফিক ভুল এবং প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলো পাকুরিয়া মৌজায় অবস্থিত, কারণ অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত নথি সর্বসম্মতভাবে প্রকাশ করে যে প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলো পাকুরিয়া মৌজায় অবস্থিত। এটাও অসম্ভব নয় যে পাকুরিয়া মৌজা সালাপে-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, তাই মৌজাটিকে ভুল করে পাকুরিয়া না বলে সালাপে লেখা হয়েছে।

২১. ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এল.এ.) কে জারি করা আরেকটি চিঠির উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। চিঠিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই আদালত কর্তৃক রাজ্যকে নতুন করে অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, এল.এ. কালেক্টর অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছিলেন এবং ২০০৪ সালে রায় ঘোষণা করেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, চিঠিগুলিতে বলা হয়েছে যে যেহেতু বর্তমান মামলায়, কোনও আদালত পাকুরিয়া মৌজার ৮৪৫, ৮৪৬ এবং ৮৪৭ নম্বর প্লটের সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল বলে মনে করেনি এবং জমিটি ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, তাই এল.এ. কালেক্টর জমিটি ফেরত দেওয়ার অবস্থানে ছিলেন না

আবেদনকারি। আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি, উক্ত চিঠিতে একটি বিকল্প পরামর্শও দেওয়া হয়েছে যে যদি জমিটি এখনও দাবিকারী সংস্থা দ্বারা ব্যবহার না করা হয় এবং মূলত গ্রামীণ এলাকার কৃষিজমি হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ মূল মালিকের অনুকূলে প্লটগুলি পরিত্যাগ করার কথা বিবেচনা করতে পারে।

২২. রাজ্য কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট। ১৯৯৪ সালের ২৯শে এপ্রিল সি.ও. নং ১৩৭৭৫ (ডব্লিউ) -এ এই আদালত যে আদেশ জারি করেছিল, তা রাজ্য কর্তৃপক্ষ কেবল গ্রহণই করেনি, বরং নতুন করে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে তা কার্যকরও করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আইনি পরিণতি পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে। অতএব, বর্তমান রিট আবেদনে রাজ্য বিবাদীদের ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের আদেশের বৈধতা এবং বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

২৩. এটি একটি সাধারণ আইন যে, ১৯৯৭ সালের ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ থেকে ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ সালের মধ্যরাতে কার্যকর হওয়া ভূমি অধিগ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ এর প্রভাব, ১ এপ্রিল, ১৯৯৪ সালের পরে জারি করা ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে সমস্ত নোটিশ বাতিল হতে বাধা দেয়, যদি উক্ত নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে কোনও রায় পাস না করা হয় এবং যদি ১৯৯৭ সালের উক্ত আইনটি ৩১ মার্চ, ১৯৯৭ সালের মধ্যরাতে কার্যকর না হয় তবে তা বাতিল হয়ে যায়।

২৪. ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীনে যেসব নোটিশ ৩১শে মার্চ, ১৯৯২ সালের পূর্বে জারি করা হয়েছিল এবং যেগুলোর বিষয়ে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৫ সালের মধ্যে কোনও রায় দেওয়া হয়নি, সেই নোটিশগুলি ইতিমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং

১৯৯৭ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে, ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ নোটিশগুলি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কোনও বিধান করা হয়নি। কেবলমাত্র ৪ নম্বর ধারার (১ক) অধীনে নোটিশগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে যা ৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ তারিখের মধ্যরাতে বা পরবর্তী তারিখগুলিতে মেয়াদোত্তীর্ণ হত। [২০১১ (৩) সিএইচএন (সিএএল) ৫৫৫]।

২৫. কামরূপ কালেক্টর ও অন্যান্যরা (উপরে) এর কর্তৃত্বে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আসাম (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮ এর ধারা ৪ এর অধীনে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৪৮ এর অনুরূপ। মাননীয় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ধারা ৪ এর অধীনে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে ধারা ৩ এর অধীনে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, অন্যথায় নয়।

২৬. মামলার ক্ষেত্রে, ১৯৪৮ সালের আইনের ৩ ধারার অধীনে রিকুইজিশন এই আদালত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। রাজ্যের বিবাদীরা ১৮৯৪ সালের আইনের বিধান প্রয়োগ করে উক্ত আদেশ দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীনতার শর্তে অধিগ্রহণের জন্য নতুন কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০০৪ সালে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ সালের আইনের ৪ (১ক) ধারার অধীনে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের ৯২৫২-এলএ(III)/আইজি-২৯/৮৯ নম্বর বিজ্ঞপ্তিটি রাজ্য কর্তৃক কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে ২০০৪ সালের ডব্লিউ.পি. নং ৬৫৪, মেসার্স। রুংটা এজেন্সিগুলি ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মৌজা পাকুরিয়া এবং খালিয়ায় অবস্থিত জমিটি ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে এই যুক্তিতে যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়নি এবং ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৯ (৩বি) এর অধীনে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি। অতএব, জমিটি আইনের বিধান অনুসারেও অধিগ্রহণ করা হয়নি।

১৯৪৮ সালের আইন বা ১৮৯৪ সালের আইন। উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্তমান রিট পিটিশনে জড়িত জমিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর একটি আদেশের মাধ্যমে এই রিট পিটিশনটি অনুমোদিত হয়েছিল যে জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর অধীনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়নি এবং এই বিষয়ে জারি করা বিশেষ নোটিশটি ১৮৯৪ সালের আইনের ৯ (৩) এবং (৪) ধারার বিধানের অধীনে ছিল এবং আইনের ৯ (৩বি) ধারার অধীনে ছিল না। আদালত রায় দেয় যে জমি আইন অনুসারে অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে আবেদনকারীদের পক্ষে জমি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। অতএব, এল. এ. মামলা নং ২৯ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি নং ৯২৫২ আদালত কর্তৃক তার ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের আদেশ দ্বারা বাতিল/বাতিল করা হয়েছিল। এই আদেশটি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আপিলে বহন করা হয়েছিল, যা ২০০৯ সালের এ. পি. ও নং ৬৬ এবং ২০০৯ সালের এ. পি. ও নং ৬৭-এ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে একটি আদেশের মাধ্যমে এই পর্যবেক্ষণের সাথে নিশ্চিত করে যে ধারা ৯ (৩বি)-এর অধীনে কখনই নোটিশ দেওয়া হয়নি। আদেশের তারিখ থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আইন অনুসারে জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্যকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কে. এম. ডি. এ এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি চেয়েছিল যা গ্রহণ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ স্বাধীনতা প্রদান করেছে যা মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে।

২৮. বিবাদীরা স্বীকার করেছেন যে, এই আদালত কর্তৃক পূর্ববর্তী ২৭ নম্বর এল.এ. মামলা বাতিল করার পর, ৯২৫২ নম্বর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ২৯ নম্বর এল.এ. মামলার নতুন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিবাদীরা জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, বর্তমান রিট আবেদনে জড়িত প্লটগুলি হস্তান্তর করা হয়েছে

L.A. মামলা নং 29 এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং L.A. মামলা নং 27 এর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি L.A. মামলা নং 27 এর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা এই আদালত 29শে এপ্রিল, 1997 তারিখের আদেশ দ্বারা বাতিল করে দিয়েছিল। জমির উল্লিখিত প্লটগুলি L.A. মামলা নং 29 এর বিজ্ঞপ্তি নং 9252 এও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু 25শে সেপ্টেম্বর, 2008 তারিখের আদেশ দ্বারা এই আদালত উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল/খারিজ করে দিয়েছে, তাই KMDA-এর অনুকূলে জমির ইজারা প্রদান, যথাক্রমে 11 এবং 12তম উত্তরদাতাদের অনুকূলে পরবর্তী ইজারা এবং তাদের অনুকূলে দখল প্রদান সহ উক্ত L.A. কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত রাজ্য বিবাদীদের দ্বারা গৃহীত পরবর্তী যেকোনো পদক্ষেপ শুরু থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮. অতএব এটা স্পষ্ট যে ৯২৫২ নং বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার পর, প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি মুক্ত জমিতে পরিণত হয়। যদিও আইন অনুসারে রাজ্যের বিবাদীদের জমি অধিগ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, তবুও রাজ্য কর্তৃক এরপর কোনও নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি বলে মনে হয়।

২৯. বিবাদীদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, রিট পিটিশন দাখিল করতে অত্যধিক বিলম্বের কারণ আবেদনকারী ব্যাখ্যা করেননি। এছাড়াও, আবেদনকারীর ভেস্টিং-পরবর্তী হস্তান্তরকারী হওয়ায় অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার নেই।

৩০. এটা মনে রাখতে হবে যে আবেদনকারী বর্তমান মামলায় অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেননি এবং এই আদালতের পূর্ববর্তী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিগ্রহণ বাতিলের আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করার আবেদন করেছেন। আবেদনকারী নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে ফ্রিহোল্ড সম্পত্তি কিনেছেন ১লা এপ্রিল, ২০২২ তারিখে কার্যকর করা হয়, অর্থাৎ, উভয় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া

এই আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। আবেদনকারী যখন প্লটটি কিনেছিলেন তখন প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি ন্যস্ত ছিল না, তাই তাকে উক্ত প্লটগুলির ক্ষেত্রে পোস্ট-ভেস্টিং হস্তান্তরকারী বলা যাবে না। অতএব, দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (উপরে) এবং শিব কুমার এবং অন্য একজন (উপরে) কর্তৃপক্ষের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাতের সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার বাস্তব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করা যেতে পারে। প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি কেনার পরপরই, আবেদনকারী ৩১শে মে, ২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের (এল.এ. শাখা) প্রধান সচিবের কাছে আবেদন করেন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণ বাতিলের আদেশ জারি করার অনুরোধ জানানো হয়। মেমো নং ১১৬/LATS-১৪(PT), ২০০১, সিএমডিএ-এর উপ-সচিব, (এল.এ.), হাওড়ার বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, হাওড়াকে জারি করা হয়েছিল। ২০২২ সালের আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে ১১তম বিবাদীর কর্মকর্তা এবং এজেন্টরা আবেদনকারীর দখলে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এর জন্য আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪(২) ধারার অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন, যা ২০২২ সালের এমপি মামলা নং ৭৭১ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। রিট আবেদনটি ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। অতএব, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে রিট আবেদন দাখিলে কোনও বিলম্ব বা অবহেলা করা হয়নি কারণ আবেদনকারী ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এবং তার আগে নয়, প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলির উপর অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছিলেন। কেএমডিএ কর্তৃক স্টারওয়্যার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে), ওড়িশা রাজ্য (উপরে) এবং গ্রেটার বোস্বে পৌর কর্পোরেশন (উপরে)-তে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের বর্তমান মামলায় আবেদনের কোনও পদ্ধতি নেই।

৩১. যেহেতু আবেদনকারী ৭ম বিবাদীর দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলির ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণের আদেশ জারি করার জন্য আবেদন করেছেন, কারণ এই আদালত পূর্বেই প্লটগুলির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে এবং আবেদনকারী ক্রয়ের মাধ্যমে এর উপর অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ এবং দখল অর্জন করেছেন, তাই রিট আবেদনটি কার্যকর হয়। একই পরিস্থিতিতে এবং একই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত অন্যান্য মালিকদের জমি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের পক্ষে অধিগ্রহণ/মুক্তি দিয়েছে এবং আবেদনকারীও একই প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

৩২. এখানে উপরে করা পর্যবেক্ষণের আলোকে, রিট পিটিশন অনুমোদিত।

৩৩. সংযুক্ত আবেদনটি ২০২৩ সালের সি. এ. এন. ১ হওয়ার কারণেও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৪. ১৮৯৪ সালের আইন-১, হাওড়ার অধীনে কালেক্টর, এখানে ৭ * ৩ উত্তরদাতা হওয়ায়, তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক প্লটগুলির বিষয়ে ডি-অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৫. তবে, আইন অনুসারে, রাজ্য বিবাদীরা উপরে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্লটগুলির বিষয়ে নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার স্বাধীনতা রাখেন।

৩৬. তবে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৭. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি, শুভ্রা ঘোষ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal